প্রতিষ্ঠানগুলোতেই পৌনে দুই কোটি টাকা কর পাওনা মেহেরপুর পৌরসভার

মেহেরপুর পৌরসভার ৯টি ওয়ার্ডের অধীনে বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে চলতি অর্থ বছর পর্যন্ত পৌর কর পাওনা রয়েছে ১ কোটি ৭২ লাখ ৯৫ হাজার ৮৯৭টাকা। এছাড়া অন্যান্য প্রতিষ্ঠান থেকেও পৌরসভার কর পাওনা রয়েছে কয়েক কোটি টাকা। পাওনা টাকার পরিমান বেড়ে যাওয়ায় পৌরসভায় কর্মরত স্টাফদের বেতন ও পৌরসভার খরচ মেটানো কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছে। অভিযোগ রয়েছে সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রীর মৌখিক নির্দেশে পৌরসভাকে কর দেননি অনেক প্রতিষ্ঠান।

মেহেরপুর পৌরসভা কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, ২০১৫-১৬ অর্থ বছর থেকে বর্তমান চলতি অর্থ বছর পর্যন্ত অনেক প্রতিষ্ঠান নিয়মিত কর দিচ্ছেন না। বিভিন্ন সময় কর চাইতে গেলে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করার মত সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোও তোয়াক্কা করতেন না। সরকার পালাবদলের পর পৌর পরিষদ অপসারণ করা হলে স্থানীয় সরকার পরিচালককে (ডিডি এলজি) কে অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে পৌরসভার প্রশাসক নিয়োগ দেয় সরকার। প্রশাসক দায়িত্ব নেওয়ার পর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করে ১ কোটি ৪৮ লাখ ৪ হাজার ৯৫৬ টাকা আদায় করেছে গত ১৬ অক্টোবর পর্যন্ত। কিন্তু চলতি অর্থ বছর পর্যন্ত এখনো পাওনা রয়েছে ১ কোটি ৭২ লাখ ৯৫ হাজার ৮৯৭ টাকা।

পৌরসভা সূত্রে জানা গেছে, ৯টি ওয়ার্ডের অধীনে সরকারি বেসরকারি মিলে ৯৩টি প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যেগুলো থেকে পৌর কর পেয়ে থাকে। এর মধ্যে ১ নম্বর ওয়ার্ডের অধীনে রয়েছে ১৬টি প্রতিষ্ঠান। বকেয়াসহ চলতি অর্থবছর পর্যন্ত এ প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে পাওনা রয়েছে ২৫ লাখ ৯৬ হাজার ৭৯৯ টাকা। এর মধ্যে সদর উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয়ে নিকট পাওনা ২০২৩-২৪ অর্থবছর পর্যন্ত ৩৩ লাখ ৯ হাজার ৬৮৪ টাকা, চলতি অর্থ বছরে পাওনা ৭৯ হাজার ৪২১ টাকা। উপজেলা প্রকল্প কর্মকর্তার কার্যালয়ের নিকট ২০২৩-২৪ অর্থ বছর পর্যন্ত বকেয়া ১ লাখ ২৫ হাজার ৭২৭ টাকা এবং চলতি অর্থ বছরে পাওনা ১ লাখ ৪৪ হাজার ২৩০ টাকা। উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রম ইরেসপো) কার্যালয়ের নিকট ২০২৩-২৪ অর্থ বছর পর্যন্ত ১ লাখ ২২ হাজার ১৮৭ টাকা এবং চলতি অর্থ বছরের পাওনা ১ লাখ ৪০ হাজার ৬৯০ টাকা।

শিল্পকলা একাডেমি থেকে বকেয়াসহ পাওনা রয়েছে ১০ হাজার টাকা।

৮ নম্বর ওয়ার্ডের অধীনে অফিস রয়েছে ১৫টি। এর মধ্যে জেলা ক্রীড়া সংস্থা থেকে বকেয়াসহ পাওনা রয়েছে ২ লাখ ৮৯ হাজার ৫৫২ টাকা, জেলা পরিষদের দুটি ভবন থেকে বকেয়াসহ পাওনা রয়েছে ১৪ লাখ ৮৯ হাজার ৪৬০ টাকা।

এর মধ্যে সম্প্রতি কর পরিশোধ করেছেন কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। ওই প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ আরিফুর রহমান জানান, এর আগে যে পরিমাণ কর ছিলো তা হেড অফিসের অনুমোদন ছিলো। পরবর্তিতে পৌর কর বেড়ে যাওয়ায় হেড অফিসের অনুমোদন পেতে সময় লাগে। যে কারণে বকেয়া তৈরি হয়েছিলো। তবে বর্তমান প্রশাসক মহোদয়ের আহবানে আমরা ৩৫ লাখ টাকারও বেশি কর পরিশোধ করেছি।

তবে কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের কর্ণধারকে পৌর কর কেন দেওয়া হয়নি তার সদুত্তর না দিয়ে বলেন বুঝে নেন।

মেহেরপুর পৌরসভার প্রশাসক মো: শামিম হোসেন বলেন, প্রতিষ্ঠানসহ সেবাগ্রহিতারা যদি নিয়মিত কর পরিশোধ না করেন তবে পৌরসভার ব্যয় নির্বাহ করা কঠিন হয়ে যাবে। যেখানে প্রতিমাসে স্টাফ বেতনসহ বিভিন্ন খরচ রয়েছে।

মেহেরপুর পৌরসভার উদ্যোগে মশক নিধন অভিযান

মেহেরপুর পৌরসভার উদ্যোগে মশক নিধন অভিযান ও ডেঙ্গু রোধে সচেতনামূলক উঠান বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার বিকেলে মেহেরপুর পৌরসভার ৬নং ওয়ার্ড ক্যাশবপাড়ায় মশক নিধন অভিযান ও ডেঙ্গু রোধে সচেতনামূলক উঠান বৈঠকের আয়োজন করা হয়।

মশক নিধন অভিযান ও ডেঙ্গু রোধে সচেতনামূলক উঠান বৈঠকে উপস্থিত

ছিলেন মেহেরপুর পৌরসভার মেয়র ও মেহেরপুর জেলা যুবলীগের আহবায়ক মাহফুজুর রহমান রিটন।

অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর পৌরসভার ৬নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ও প্যানেল মেয়র শাহিনুর রহমান রিটন, মেডিকেল অফিসার ডা. মো: ইনজামাম-উল- হক, ভুট্টো, মধু, মো: জোহা সহ মেহেরপুর পৌর ৬নং ওয়ার্ড ক্যাশবপাড়ার এলাকাবাসী এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

মুজিবনগর স্মৃতিসৌধ শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন মেহেরপুর পৌরসভার নব-নির্বাচিত পরিষদ

ঐতিহাসিক মুজিবনগর স্মৃতিসৌধ পুষ্পমাল্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন মেহেরপুর পৌরসভার নব-নির্বাচিত পরিষদ।

আজ শনিবার (২ জুলাই) দুপুরের দিকে পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটনের নেতৃত্বে পৌরসভার সাধারণ ও সংরক্ষিত নারী কাউন্সিলরগন মুজিবনগর স্মৃতি শৌধে পুস্পমাল্য অর্পণ করেন ।

১ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর মীর জাহাঙ্গীর আলম,২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর আল মামুন, ৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সৈয়দ আবু আব্দুল্লাহ, ৪ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর আব্দুর রহিম, ৫ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মোস্তাক আহমেদ ৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর শাহিনুর রহমান রিটন, ৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর নুরুল আশরাফ রাজিব, ৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সৈয়দ মঞ্জুরুল কবীর রিপন, এবং ৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সোহেল রানা ডলার সংরক্ষিত নারী কাউন্সিলর ১নং ওয়ার্ড (১,২,৩) দিল আফরোজ ২নং ওয়ারর্ডের কাউন্সিলর (৪,৫,৬) শারমিনা পারভীন এবং ৩নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর (৭,৮,৯) রোকসানা কামাল রুনু সাথে ছিলেন।

গত ১৫ জুন মেহেরপুর পৌরসভা নির্বাচনে মাহফুজুর রহমান রিটন মেয়র পদে দ্বিতীয়বারের মত মেয়র র্নির্বাচিত হন। ১ জুলাই মেয়র হিসেবে

মেহেরপুর পৌর মেয়রের উদ্যোগে দীর্ঘদিনের জলাবদ্ধতার অবসান

মেহেরপুর পৌরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ড কালাচাঁদপুরের জেয়ালা বিলে জলাবদ্ধতায় ডুবে থাকা ৯০০ বিঘা জমির পানি খাল খননের মাধম্যে অপসারণ করে আবাদের উপযোগী করে দিলেন পৌর মেয়র।

গতকাল মঙ্গলবার বিকালে মেহেরপুর পৌরসভার মেয়র ও জেলা যুবলীগের আহ্বায়ক মাহফুজুর রহমান রিটন ও কালাচাঁদ পুরের গ্রাম বাসিরা উপস্থিত থেক জেয়ালা বিলের পানি অপসারণ করেন।

এ সময় তিনি বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনা অনুযায়ী মেহেরপুরের কোন আবাদি জমি পড়ে থাকবে না। মেহেরপুর পৌরসভরা ৪ নম্বর ওয়ার্ড কালাচাঁদপুর জেয়ালা বিলের পানি অপসারণ করা হলো যাতে জলাবদ্ধতায় ডুবে থাকা অনাবাদি জমি আবাদের উপযোগী হয়।

এছাড়াও তিনি বলেন কিছু দিনের ভিতরেই এই বিলের সাথে একটি রাস্তা করে দিবো যাতে করে কৃষকরা মনের আনন্দে ক্ষেত নিয়ে বাড়ি যেতে পারে ও যে পুল গুলো আছে তাতে লাইটিং এর ব্যবস্থাও করে দিবো

স্থানীয় নাসির উদ্দিন জানান, দীর্ঘ ৩০ বছর পর আজ কালাচাঁদপুরের মানুষ যেন নতুন করে তাদের হারানো সম্পদ ফিরিয়ে পেয়েছে, এ যেন এক অন্য রকম আনন্দ। এই অবদান একমাত্র মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটনের।

নাম বলতে অনিচ্ছুক আরও এক কৃষক জানান। দীর্ঘ ৩০ বছর ধরে কিছু অসাধু মানুষ এই বিলটি জব্দ করে মছ চাষ করে আসছিলো। আজ গ্রামের বাসিদের চেষ্টায় ও পৌর মেয়রের উদ্যোগ এই অসাধ্য কাজ টি সাধ্য করেছে। তাই মেয়রের কাছে কালাচাঁদপুরের গ্রাম বাসিরা কৃতজ্ঞ।

এছাড়াও বক্তব্য রাখেন ৬ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও মেহেরপুর পৌরসভার প্যানেল মেয়র শাহিনুর রহমান রিটন, ৪ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর শাকিল রাব্বি ইভান, কালাচাঁদপুর জামে মসজিদের ইমাম হাজী মোহাম্মদ

অন্যায় করলে প্রতিমন্ত্রী, ডিসি কেউ ছাড় পাবে না – গোলাম রসুল

মেহেরপুর জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদর উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি আলহাজ্ব গোলাম রসুল বলেন, দূর্নীতি করলে মন্ত্রী, চেয়ারম্যান,মেয়র, ডিসি কাউকেই ছাড় দেওয়া হবেনা। দূর্নীতিবাজদের বিচার করা হবে।

তিনি আজ মঙ্গলবার সকালে জেলা পরিষদ চত্বরে ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ পালনের প্রস্ততি সভায়নেতাকর্মীদের উদ্দেশ্যে এসব কথা বলেন। এসময় মেহেরপুর পৌরসভার মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটনও বক্তব্যে রাখেন।

গোলাম রসুল কতিপয় আওয়ামীলীগ নেতাদের প্রতি হুশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, গত ০৫ ফেব্রুয়ারি মুজিব বর্ষের মিটিং এ যেসব প্রবীণ নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন এসব ত্যাগী নেতাদের বাড়িতে বাড়িতে যেয়ে নানাভাবে ভয়ভীতি দেখাচ্ছে এক শ্রেণীর ভন্ড, ধোকাবাজ ও নব্য আওয়ামীলীগার । তিনি ভন্ড নেতাদের হুশিয়ারি করে বলেন, ত্যাগী এসব নেতাকর্মীরাদের বাড়িড়ে বাড়িতে গিয়ে ভয়ভীতি দেখিয়ে নির্যাতিত করা হলে সে সকল ভন্ড ও নব্য নেতাদের হাত কেটে দেওয়া হবে।

মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন সকল মিডিয়াকে উদ্দেশ্য করে বলেন আহবায়কের অনুমোদন ছাড়া জেলা যুবলীগের ব্যানার ব্যবহার করতে পারে না। মুজিবনগর ও মেহেরপুর বহিষ্কৃত নেতাদের নিয়ে যুবলীগের মিছিল করেছে । এরা মাদক ব্যবসায়ীরা যুবলীগের প্রোগামে ছিল। এই সকল নেতা কর্মীকে তাদের কু-কর্মের কারণে যু্বলীগ থেকে তাদের বহিষ্কৃত করা হয়েছে । এই সকল বহিষ্কৃত নেতারা স্কুল কলেজের বিভিন্ন দূর্নীতির সাথে জড়িত আছে। তাদের সেই দুর্নীতি ঢাকার জন্য তারা আওয়ামীলীগে যোগ দিয়েছে।

তিনি আরোও বলেন, আগামী ৭ মার্চ সামসুজ্জোহা পার্কে সমাবেশের মাধ্যমে দূর্নীতির জবাব দেওয়া হবে।

মেহেরপুর কলেজ মোড়ে গণশৌচাগার পুনরুদ্ধার

মেহেরপুরের কলেজ মোড়ে দির্ঘদিন ধরে দখলে থাকা গনশৌচাগারটি অবশেষে উদ্ধার করা হয়েছে। বুধবার পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটনের নেতৃত্বে অভিযান চালিয়ে সেটি উদ্ধার করা হয়। সেই সাথে পৌরসভার সকল পরিত্যাক্ত সম্পদ জন সাধারণের ব্যবহারের উপযোগী করে তোলা হবে।

মেহেরপুর পৌরসভার চলমান কাজ সম্পর্কে মেয়র বলেন, বসবাস যোগ্য মান সম্মত মেহেরপুর গড়ার লক্ষ্যে রাস্তা ঘাট সহ অবকাঠামো উন্নয়নের কাজ চলছে। অল্পদিনে মধ্যে এই চলমান কাজ শেষ হবে। যে কাজ গুলো এখনো শুরু হয়নি সে সব কাজ যেন দ্রুত শুরু হয় সে চেষ্টা চলছে।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, টিআই-১ ইসমাইল, জেলা মটর শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মতিয়ার রহমান, কার্যনির্বাহী সভাপতি সোহেল আহমেদ প্রমুখ।